মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ঋণপ্রার্থী।

১৭.১.১০. গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলী [Conditions for the success of Democracy]

গণতন্ত্রের সমালোচনায় যাঁরা মুখর তাঁরাও মনে করেন কতকগুলি শর্ত পালন করতে পারলে গণতন্ত্রের যে ত্রুটি বিচ্যুতি আছে তা দূর করা যাবে এবং এ ব্যাপারে যাঁরা পথিকৃৎ তাঁদের মধ্যে স্টুয়ার্ট মিল, ব্রাইস, বার্নস, গার্নার প্রমুখ তাত্ত্বিকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

জন স্টুয়ার্ট মিল বলেন গণতন্ত্রকে সফল হতে হলে **তিনটি শর্ত** অবশ্য পালনীয়। প্রথমত, গণতন্ত্রকে জনগণের গ্রহণ করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকা দরকার। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য সর্বপ্রকার সংগ্রামের মুখোমুখি হবার সংকল্প জনগণ গ্রহণ করবে। তৃতীয়ত, গণতন্ত্রকে কার্যকর করার জন্য জনগণ সম্মত ও ইচ্ছুক হবে। বার্নস এই তিন প্রকারের গুণ থাকা ব্যক্তিদের **গণতান্ত্রিক জনগণ** (Democratic People) বলে অভিহিত করেছেন। অনুরূপভাবে মেইন বলেন গণতন্ত্রের অস্থিরতা দূর হতে পারে যদি একটি "সুযোগ্য সংবিধান" (Wise Consitution) থাকে। লেকী বলেছেন যে, লিখিত সম্পত্তি ও চুক্তির অধিকার, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের সীমাবদ্ধতা এবং সাময়িক অশান্তিগুলি দূরীকরণের ব্যবস্থা থাকলে গণতন্ত্র সফল হবে। যাই হোক, সমস্ত বক্তব্য একসঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গণতন্ত্রের সাফল্যের আবশ্যিক শর্ত হিসাবে বিবেচিত হয়।

গণতন্ত্রের সাফল্য : মিলের অভিমত

(১) **গণতান্ত্রিক জনগণ** গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য অপরিহার্য। গণতান্ত্রিক জনগণ বলতে বোঝায় এমন জনসমষ্টি যারা গণতন্ত্র গ্রহণ করা, রক্ষা করা ও কার্যকর করার জন্য সতত উন্মুখ থাকে। গণতন্ত্র জনসম্মতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়; সুতরাং যে রাষ্ট্রে উপরোক্ত গুণাবলীর জনগণ তথা গণতান্ত্রিক জনগণের অভাব থাকে সে রাষ্ট্রে গণতন্ত্র সফল হতে পারে না।

গণতান্ত্রিক জনগণ

(২) **সর্বজনীন শিক্ষা** গণতন্ত্রের সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। কারণ গণতন্ত্রে সকল মানুষ শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করার অধিকারী। এই অধিকারকে সঠিকভাবে রূপায়ণ করতে হলে নাগরিকদের সচেতন ও বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন হতে হয়। শিক্ষা থেকেই এই সমস্ত গুণাবলী বিকশিত হয়। **জন স্টুয়ার্ট মিল তাই বলেন "সর্বজনীন ভোটাধিকারের পূর্বে সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে"** ("Universal education should precede universal enfranchisement.")। সুইজারল্যান্ড, জাপান, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে গণতন্ত্র সফল হবার অন্যতম কারণ এই সমস্ত দেশে শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ মানুষই শিক্ষিত।

সর্বজনীন শিক্ষা

(৩) **স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা** গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম শর্ত। ব্রাইস বলেন, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ঘটলে তৃণমূল পর্যন্ত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রসারিত হয়। জনগণ সরাসরি শাসনকার্যে অংশীদার হয়। এর ফলে নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায়। যা গণতন্ত্রের সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

(৪) **লিখিত সংবিধান** গণতন্ত্রের সাফল্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। কারণ লিখিত সংবিধানে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট লিখিত নির্দেশ থাকায় সেগুলি যথাযথভাবে মেনে চলা সম্ভব হয়। অপরদিকে, সরকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী কি তাও লেখা থাকে। ফলে সরকার স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে না। লেকী ও মেইন গণতন্ত্রে লিখিত সংবিধানের আবশ্যকতাকে স্বীকার করেন।

লিখিত সংবিধান

(৫) অর্থনৈতিক সাম্য গণতন্ত্রকে বিকশিত হতে সহায়তা করে। ল্যাস্কি প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলেন, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশে যথেষ্ট নয়। ল্যাস্কির ভাষায় "অর্থনৈতিক সাম্য ব্যতীত রাজনৈতিক অধিকার অর্থহীন" ("Political right is meaningless unless there is economic equality.")।

অর্থনৈতিক সাম্য

Scanned with CamScanner

(৬) **সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ** রক্ষাকবচ। কারণ গণতন্ত্রে সতত সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বলবৎ থাকে। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যদি সহিষ্ণু না হয় তাহলে সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষের মনে বিচ্ছিন্নতাবোধ জাগে যা গণতন্ত্রের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর। বস্তুত, সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগণের সহযোগিতার ভিত্তি যত সুদৃঢ় হবে গণতন্ত্র তত বেশি সফলতা অর্জন করবে।

সহিষ্ণুতা

(৭) **রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব গণতন্ত্রের** সাফল্যের দ্যোতক। রাজনৈতিক দলগুলি তাদের কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে জনগণকে রাজনীতি সচেতন করে তোলে। বার্কার গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল প্রসঙ্গে বলেন যে, এই শাসনব্যবস্থা দু-চাকা গাড়ির মতো। একটি চাকা সরকারী দল এবং একটি চাকা হল বিরোধী দল। দু'টিই সমান শক্তিশালী হলে গণতন্ত্রের সাফল্য উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়।

দলের অস্তিত্ব

(৮) **গণতন্ত্রে নিরপেক্ষ আদালত অপরিহার্য**। আদালত শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের স্বৈরাচারকে রোধ করে। নাগরিক অধিকারকে সুরক্ষা দেয়। বহু রাষ্ট্রে সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা হল আদালত। সুতরাং দেশে নিরপেক্ষ আদালত থাকলে গণতন্ত্রের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়।

নিরপেক্ষ আদালত

(৯) **প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কতকগুলি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা** চালু থাকলে গণতন্ত্র অধিক অর্থবহ হয়ে ওঠে। যেমন, গণভোট, গণউদ্যোগ, পদচ্যুতি, গণসমাবেশ ব্যবস্থা চালু থাকলে গণতন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। কারণ জনগণ যদি উপলব্ধি করে যে তারা শাসন ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শেষ কথা বলার অধিকারী অথবা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যথাযথ কর্তব্য পালন না করলে তাদের অপসারিত করা যায় তাহলে জনগণের রাষ্ট্রীয় কার্যে আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে বাধ্য।

প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি

(১০) পরিশেষে **সুমপিটারের** (Schumpeter) মতে, গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য **সৎ ও সুদক্ষ নেতৃত্ব** প্রয়োজন। গণতন্ত্রে নেতৃত্ব সতত পরিবর্তনীয়। তাই গণতন্ত্রকে সঠিকপথে পরিচালনা করতে হলেও দক্ষ ও যুক্তিবাদী নেতৃত্ব অপরিহার্য এবং পরিবর্তে যদি এই নেতৃত্ব অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ হয় তাহলে গণতন্ত্র যে ব্যর্থ হবে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই।

সুদক্ষ নেতৃত্ব

এছাড়া স্বাধীন সংবাদপত্র, কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারী, সংখ্যালঘুদের জন্য প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য, আইনের অনুশাসন, শক্তিশালী বিরোধী দলের অবস্থিতি প্রভৃতি শর্তগুলিকেও গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম শর্ত বলে অনেকে উল্লেখ করেছেন।

অন্যান্য শর্ত

১৭.১.১১. গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ [Future of Democracy]

সতের শতক থেকে শুরু করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত গণতন্ত্রের জয়যাত্রা অব্যাহত ছিল। পেরিক্লিসের রচনায় গ্রীক নগর রাষ্ট্রের যুগে সে সাম্যের দাবি উচ্চারিত হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের "স্বাধীনতা সাম্য ও ভ্রাতৃত্বে"-র পথ বেয়ে বিশ শতকের প্রথমভাগে তা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রতত্ত্বের মহান আদর্শে পর্যবসিত হয়। বিশ্ব গণতন্ত্রের জয়গানে মুখর হয়ে ওঠে। এই গণতন্ত্র সতত রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার দাবিতে সোচ্চার হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্যের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেনি।

১৯১৭ সালে নভেম্বর বিপ্লব সংঘটিত হয় সোভিয়েত দেশে। ভি. আই. লেনিনের (V.I. Lenin) নেতৃত্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি "সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে"র (Socialist Democracy) তত্ত্ব উপস্থিত করেন এবং বলেন, তথাকথিত পশ্চিমী গণতন্ত্র প্রকৃত গণতন্ত্র নয়; কারণ প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যদি দেশে অর্থনৈতিক সাম্য বিরাজ করে। সোভিয়েত নেতৃত্ব অর্থনৈতিক সাম্যের উপরে অধিক গুরুত্ব দেন। কার্যত চিরায়ত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এটা ছিল প্রথম প্রতিবাদ। এরপর গণতন্ত্রকে মৃত্যুবাণ হানে জার্মানি ও ইতালীর ন্যাৎসী ও ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র। সামরিক ও সাম্রাজ্যবাদী একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রকে কবরে পাঠায়। শুধু জার্মানী ও ইতালীই নয়, ফ্রান্স ও ব্রিটেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। স্পেনে ফ্রাঙ্কোর শাসন ও দক্ষিণ রোডেশিয়ায় স্মিথের স্বৈরাচারী শাসন গণতন্ত্রকে কবরস্থ করে। শুধু তাই নয়, বিশ শতকের শেষভাগে আজও বহু দেশে সামরিক শাসন বহাল তবিয়তে বিরাজ করতে দেখা যাচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বিশেষত আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকার

গণতন্ত্রের বিপর্যয়

Scanned with CamScanner